মুজিবনগরে জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ ও পথসভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দিন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মাঝে তিনি দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এনে আগামীর নিরাপদ বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান তিনি।

গণসংযোগ শেষে অনুষ্ঠিত পথসভায় বাগোয়ান ইউনিয়নের আমির ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির তাজউদ্দিন খান। তিনি বলেন, মানুষের কল্যাণে, ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের দোয়া ও সহযোগিতা পেলে আমরা উন্নত ও সুশাসনভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মাল সেক্রেটারি জারজিস হোসাইন, মুজিবনগর উপজেলা আমির খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমির ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাসার, মুজিবনগর উপজেলা পেশাজীবী বিভাগের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন, উপজেলা বায়তুল মাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজীসহ জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের রাজনগরে জলাশয়ে ডুবে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মল্লিকপাড়ায় জলাশয়ের পানিতে ডুবে লাবিব (৩) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে পড়ে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লাবিব রাজনগর মল্লিকপাড়ার জমিরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে।

প্রতিবেশীরা জানান, লাবিবের মা ও দাদী বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গায় ধান উড়াচ্ছিলেন। সে সময় লাবিব পিছনে খেলছিল। হঠাৎ তাদের অগোচরে খেলতে খেলতে সে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায়। বিষয়টি তারা টের পাননি।

পরে বেলা ১২টার দিকে পথচারীরা জলাশয়ে লাবিবের নিথর দেহ ভাসতে দেখে চিৎকার করলে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। দ্রুত উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পরিবারের আহাজারিতে এলাকার মানুষও কান্না সংবরণ করতে পারেননি। খবর পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই ফরহাদ ও এএসআই আরুজ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসআই ফরহাদ বলেন, এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বাদ মাগরিব রাজনগর গ্রাম্য কবরস্থানে লাবিবের দাফন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত এক মাসে রাজনগর মল্লিকপাড়ায় পানিতে ডুবে চার কিশোরীসহ মোট পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি

কামনায় মুজিবনগরে দোয়া মাহফিল

মুজিবনগরে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা যুবদল।

বুধবার মেহেরপুরের মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভিতরে অবস্থিত পর্যটন মোটেলে মেহেরপুর জেলা যুবদলের আয়োজনে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক বিশ্বাস জাহিদ।

উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, সাইদুজ্জামান সুজন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল আলম লিজন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আখতারুজ্জামান সাগর, শফিকুল ইসলাম, শাহিনুজ্জামান শাহিনসহমুজিবনগর উপজেলা যুবদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বুধবার জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপিত হয়। সকালে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে জেলা প্রশাসন চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও মানবিক দায়িত্ব।

তাদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা প্রতিবন্ধী অফিসার তুলসী কুমার পালসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সেবা গ্রহণকারী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিদেশি অস্ত্র ও গুলিসহ যুবক আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও পাঁচ রাউন্ড গুলিসহ নাহিদ হাসান রাজু (২৯) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোররাতে মোনাখালি ইউনিয়নের রশিকপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক নাহিদ হাসান রাজু ওই গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনী তার বাড়ির আশেপাশে অবস্থান নেয়। এসময় তার চলাফেরা সন্দেহজনক হওয়ায় ভোর ৩টার দিকে যৌথবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে। পরে তার শয়নকক্ষের বিছানার নিচ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাজু অস্ত্রটি তার কাছে থাকার কথা স্বীকার করেছে। অস্ত্রটি কোথা থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে

কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, রাজুর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময় পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

পুশইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোররাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪০ এর ৬ এস মথুরাপুর মাঠ নামক সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। সীমান্ত পার হয়ে তারা ওই মাঠে তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করেন।

আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু, ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই, খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।

আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

ছয়-সাত দিন আগে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে গাংনী সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করা হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মোহম্মদ আল মামুন জানান, আজ সকালে বিএসএফ কর্তৃক পুশইন হওয়া ব্যাক্তিদের থানায় হস্তান্ডর করেছে বিজিবি। তাদের সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের পাটের তৈরী হস্ত শিল্প যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে

পাটের আঁশে স্বপ্ন বুনছেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবপরপাড়া গ্রামের অন্তত শতাধিক বদ্ধা নারী। পাট দিয়ে তৈরী হস্ত শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন প্রাচীনকালের বিলুপ্ত প্রায় হস্ত শিল্প।

তাদের তৈরী নিপুন হাতের কারুকার্য ক্ষচিত জিনিপত্র যাচ্ছে ইটালী আমেরিকা সিঙ্গাপুর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। জীবনের সব টুকু উজাড় করে দেয়া টিকিয়ে রাখা হস্ত শিল্পীরা বয়সের ভারে নুইয়ে পড়লেও পেশা ছাড়েননি। এসকল শিল্পিদের এখন বড়ই দুর্দিন।

বাংলাদেশে পাট দিয়ে তৈরী জিনিস পত্রের তেমন চাহিদা না থাকাই নতুন করে পেশায় আর কেউ আসতে চাচ্ছেন না। যারা এপেশায় নিয়োজিত রয়েছে সে সকল বৃদ্ধারা সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

৬০ বছর বয়সি সন্ধা মন্ডল, ৬২ বছর বয়সি সুলতা মন্ডল,৬৫ বছর বয়সি মরজিনা বেগম, বৃদ্ধা পারভীনা বেগমসহ অর্ধশত নারী পাটের আঁশ দিয়ে তৈরী ম্যাট,মাছ,পাখি,শিকা,পাপোশ,বিছানাসহ হরেক রকমের জিনিসপত্র তেরী শুরু করেন ১৯৭৬ সালে।

নিজের সংসার সামলে পাট দিয়ে তৈরী হস্ত শিল্পের কাজ শুরু করেন তারা। ভবরপাড়া মিশনের একটি হল রুমে কাজ করার জায়গা করে দেন সে সময়কার এক মিশনের ফাদার। তখন থেকেই একযোগে কাজ শেষ করেন। হস্ত শিল্পিদের অনেকেই বিধবা। অভাবের সংসারে উদ্যোক্তা সন্ধা মন্ডলের সাথে কাজ শেখেন। পরে পাটের গিটে বাধা পড়ে যায় শতাধিক নারী। সকলেই সাবলম্বী হয়ে ওঠেন। সকলেই শিক্ষিত করেছেন ছেলে মেয়েদের। এদের তৈরী হস্ত শিল্প বিক্রি হয়, ইটালী, আমেরিকা সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু বাংলাদেশে পাট শিল্পের বিক্রয় কেন্দ্র না থাকা এবং ব্যাবহার না থাকায় জীবনের সব টুকু উজাড় করে দেয়া হস্ত শিল্পীরা বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে। তাদের এখন বড়ই দুর্দিন। তদের দাবী দেশে ঐতিহ্যবাহী হাতের তৈরী পাট শিল্পের ব্যাবহার বৃদ্ধি, বাজারজাত করন করলে দেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে। সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা চান উদ্যোক্তা এসকল বৃদ্ধারা।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল বলেন, মুজিবনগরের ভবরপাড়া গ্রামের হস্ত শিল্পিদের বিষয়টি জানতে পেরে ওই সকল বৃদ্ধা উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলে তাদের প্রয়োজন জেনেছি। তাদের সরকারি সকল সুবিধার আওতায় আনা হবে।

মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা

প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল

বিএনপি বিএনপি ও আপোষহীন গণতন্ত্রের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে রায়পুর গ্রামের তার নিজ বাসভবনে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী, গ্রামের শিশু, রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির পাশাপাশি দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের কল্যাণ কামনা করা হয়।

দোয়া মাহফিলে বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্রের প্রতীক। তাঁর সুস্থতা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাঁকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন, আমদহ ইউনিয়নের রায়পুর ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল খা সহ দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মোনাজাত শেষে উপস্থিত শিশুদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীতে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

গাংনীতে রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রবিউল ইসলাম।

\প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, ইমন হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মোনাজাত পরিচালনা করেন হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী এবং রাইপুর জামে মসজিদের ইমাম ও সাইফুল ইসলাম। এ সময় নেতাকর্মীরা দুই হাত তুলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।